আফতাব উল ইসলাম

কমপিউটার এবং পেরিফেরালসের উপর ভ্যাট ও শুল্ক আনিয়ম

কমপিউটারায়ন সংক্রান্ত সরকারের ঘোষিত নীতি হচ্ছে শিক্ষা গবেষনার মান উন্নয়ন করা এবং একই সঙ্গে সরকারী প্রশাসন, গবেষনা প্রতিষ্ঠানসমূহ, স্বায়ত্বশাসিত সংস্থাসমূহ এবং শিল্প ইউনিট সমূহে কমপিউটারের ব্যাপক ব্যবহারের মাধ্যমে প্রযুক্তিগত পরিবর্তন আনা। সরকারের আরেকটি অগ্রাধিকারভিত্তিক নীতি হচ্ছে বাংলাদেশ থেকে সফটওয়্যার রফতানীর সম্ভাবনা অনুসন্ধান করা।

এইসব লক্ষ্য অর্জনের জন্য নিকট অতীতে সরকার কমপিউটার এবং পেরিফেরালসের উপর আমদানী শুল্ক শতকরা ১০ ভাগে পুনর্বিন্যাস করেন এবং বিক্রয় কর থেকে কমপিউটার শিল্পকে পুরোপুরি রেহাই দেন।যখন দেশে কমপিউটারায়নের প্রক্রিয়ায় গতি সঞ্চারিত হতে শুরু করছিলো ঠিক তখনই অর্থ মন্ত্রণালয় কমপিউটারের উপর আমদানী শুল্ক শতকরা ২০ ভাগে পুনর্নির্ধারণ করেন এবং তদুপরি এর উপর শতকরা ১৫ ভাগ ভ্যাট ধার্য করা হয়। ফলে পূর্বের হার থেকে মোট আরোপিত কর শতকরা ৮৭ ভাগ বেড়ে যায় যা কমপিউটায়ন সংক্রান্ত জাতীয় নীতির পরিপন্থী এবং যা নীতি নির্ধারণকারীদের উদ্দেশ্যকে ব্যর্থ করে দেবে।

এন বি আর সুস্টভাবে বলেছে যে ভ্যাট কোন নতুন কর নয়, এটা কেবল আমদানীর উপর যে বিক্রয় কর এবং অবাগারী শুল্ক রয়েছে তার বিকল্প। যদি এটা সত্যি হয় তাহলে কমপিউটারের উপর ভ্যাট কেন আরোপ করা হল যখন কমপিউটার বিক্রয় কর অথবা আবগারী শুল্কের আওতাধীন ছিল না। কিন্তু দুঃখজনকভাবে শুল্ক বিভাগ কমপিউটার আমদানীর উপর ভ্যাট চাপিয়ে দিয়েছে যা সরকারের জন্য দ্রুত শিল্পায়নের এবং বর্ধিত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্য উন্নত প্রযুক্তির সুবিধা গ্রহণকে অসম্ভব করে তুলবে।

কমপিউটার এবং এর পেরিফেরালের উপর কর : -

	পূর্ববর্তী হার	বর্তমান হার
শুল্ক	১০%	২০%
বিক্রয় কর	শূণ্য	শূণ্য
উন্নয়ন সারচার্জ	৮%	শূণ্য
আইপি ফিসমূহ	২.৫%	২.৫%
অগ্রীম আয়কর	২.৫%	২.৫%
ভ্যাট	শূণ্য	১৮%**
মোট	২৩%	৪৩%
		(শুল্কের উপর ৮৭% বৃদ্ধি)

** ১৫% ডিউটি পেইড ভ্যালুর উপর।

প্রস্তাব

আফতাব উল ইসলাম

কমপিউটার এবং পেরিফেরালস এবং এর খুচরা যন্ত্রাংশ ও আনুষংগিকের উপর পূর্ববর্তী হারে ১০% শুল্ক যে কোন রকম পরিবর্তন ছাড়া বলবৎ রাখা উচিৎ। এইচ এস কোড ৮৪৭১.১০, ৮৪৭১.২০, ৮৪৭১.৯১, ৮৪৭১.৯২, ৮৪৭১.৯৩, ৮৪৭৩.৩০, ৯৬১২.১০, ৮৫৪৪.৪৯, ৪৯০১.১০, ৮৫২৩.১১২, ৮৫২৩.১২২, ৮৫২৩.১৩২, ৮৫২৩.২০২, ৮৫২৪.২১৪, ৮৫২৪.২২৪, ৮৫২৪.২৩৪ এবং ৮৫২৪.৯০৪ –এর অন্তরভূক্ত উপরের আইটেমগুলিকে ভ্যাট থেকে পুরোপুরি রেহাই দেওয়া উচিত।

মৌলিক যুক্তি

১. যদি শুল্কের হার বাড়ানো এবং ভ্যাট চাপিয়ে দেয়া হয় তাহলে কমপিউটারায়ন সংক্রান্ত সরকারের নীতি ও উদ্দেশ্য অবাস্তবায়িত থেকে যাবে।

২. যদি কমপিউটারের ওপর শুল্ক বাড়ানো হয় অথবা ভ্যাট চাপিয়ে দেয়া হয় তাহলে উন্নত প্রযুক্তির ক্ষেত্রে বিদেশী বিনিয়োগের বৃদ্ধি সংক্রান্ত সরকারী নীতির বাস্তবায়ন বিরাট প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখি হবে।

৩. গত তিন বছরে বাংলাদেশে কমপিউটার এবং পেরিফেরালসের মোট আমদানী গড়ে প্রতি বছর ২ থেকে ৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং এই উৎস থেকে সরকারী রাজস্ব বিভাগে রাজস্ব আদায় আসলেই তুচ্ছ পরিমাণ। এটা প্রোমোশনাল নীতির বিরাট প্রয়োজনের উপরই গুরুত্ব আরোপ করে, আরো কর অথবা ভ্যাট-এর উপরে নয়।

৪. ভ্যাটের ফলে চূড়ান্ত ব্যবহারকারীরাই বেশী ক্ষতিগ্রস্থ হবে এবং বাংলাদেশের মতো একটি তৃতীয় বিশ্বের দেশ একটি আসন্ন প্রযুক্তির সুফল থেকে বঞ্চিত হবে।

৫. সফটওয়্যার রপ্তানীর একটি খুব বড় বাজারে প্রবেশের সুযোগ দেশ হারাবে। বিশেষতঃ আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে এই ক্ষেত্রে অর্জিত সাফল্যসমূহের আলোকে এটা আমাদের জন্য খুবই দুর্ভাগ্যজনক হবে। একটা খবর থেকে এটা সুসম্পষ্ট ভারতের দি ইলেকট্রনিক্স এণ্ড সফটওয়্যার এক্সপোর্ট প্রমোশন কাউন্সিল ১৯৯১ সালে বাৎসরিক সফটওয়্যার রপ্তানী লক্ষ্যমাত্রা ৪০০ মিলিয়ান ডলারে নির্ধারণ করে যা পূর্ববর্তী বছরের ১০০ মিলিয়ন ডলারের তুলনায় ৪ গুণ বেশী। পরবর্তী বছরগুলোতে এই লক্ষ্যমাত্রা প্রতি বছর ৫০ থেকে ১০০% বাড়বে।

৬. যেখানে আমাদের প্রতিবেশী দেশসমূহ পাকিস্তান, ভারত এবং শ্রীলঙ্কার কমপিউটার হার্ডওয়্যার এবং সফটওয়্যারের উপর কর এবং শুল্কের হার কমিয়ে শূণ্যের কোঠায় নামিয়ে আনার কথা গুরুত্বের সাথে ভাবছে সেখানে বাংলাদেশ বিপরীত দিকে চলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

উপরোক্ত সত্যের আলোকে এই জরুরী বিষয়টির প্রতি সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের বিশেষ দৃষ্টি ও ত্বড়িৎ ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে তা সরকারের কমপিউটারায়ন সংক্রান্ত নীতি ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত না করে দেশকে একটি আসন্ন প্রযুক্তির সুফল থেকে বঞ্চিত করবে। ◆